সংবাদ

তারিখ : 27. JAN. 2014
পৃষ্ঠা : 7 কলাম : 7

বিরোধপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসক নিয়োগ হচ্ছে

• প্রয়োজনে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রয়োজনে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া গত সাত বছরে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হতে পারেনি তাদের ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অবশ্যই নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব ক্যাম্পাসে না গেলে সেগুলোর সাময়িক সনদ বাতিল এবং নতুন শিক্ষার্থী ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়।

গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন অনিয়ম, মামলা সংক্রান্ত জটিলতা এবং অনিষ্পন্ন বিষয়ে এক পর্যালোচনা সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, শিক্ষা সচিব কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী সালাহউদ্দিন আকবর, ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জিল্লুর রেজা খান ও ইউজিসির প্যানেল আইনজীবী এবিএম বায়েজিদসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সভা শেষে মন্ত্রণালয় থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, ইবাইসসহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবদমান পক্ষগুলোর বিরোধ সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম আইনানুগভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরকার প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে পরিচালনা করবে।

এছাড়া দারুল ইহসান, প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিসহ যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড অব

প্রশাসক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

প্রশাসক : নিয়োগ হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ট্রাস্টিজ অথবা আউটার ক্যাম্পাস নিয়ে মামলা রয়েছে তা একটি কোর্টে এনে শুনানির মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

অন্যদিকে যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সাত বছর পার হওয়ার পরও নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়নি তাদের ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অবশ্যই নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব ক্যাম্পাসে না গেলে সেগুলোর সাময়িক সনদ বাতিল এবং নতুন শিক্ষার্থী ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে বলে জানা গেছে। এর আগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব ক্যাম্পাসে ফিরতে আরও তিন দফা সময় দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি নিজস্ব ক্যাম্পাসে গেলেও বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এখনও যেতে পারেনি।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে শিক্ষার নামে ব্যবসা চালিয়ে আসছে এবং দীর্ঘদিন ধরে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নেই ও এসব পদে নিয়োগের জন্য কোন প্রস্তাবও দেয়নি সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই সরকার নিজ উদ্যোগে নিয়োগ দেবে। যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত অডিট হয় না বা অডিট রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় না তাদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির যৌথ উদ্যোগে একটি অডিট টিম গঠন করা হবে। এই টিম পর্যায়ক্রমে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট দিতে ব্যবস্থা নেবে। এজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানা গেছে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে শীঘ্রই 'এক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন করা হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত হয়। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে শীঘ্রই 'কনসার্ভার হায়ার এডুকেশন অধ্যাদেশ' জারি করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের প্রতারণার হাত থেকে সতর্ক করতে সরকার ও ইউজিসির অনুমোদন বহির্ভূত বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ভর্তি না করতে বিজ্ঞাপন দেয়া হবে বলে জানা গেছে। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা যাচাই করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি যৌথভাবে নিয়মিত পরিদর্শন করবে এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়।